কালের কণ্ঠ

তারিখ 27 MAY 2015
পৃষ্ঠা: ২ কলাম ৮

জাবিতে ভবন সংকট

তিন বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে উত্তেজনা

জাবি প্রতিনিধি ▷

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বিভাগের মধ্যে ভবন বরাদ্দকে কেন্দ্র করে নতুন করে ত্রিমুখী সংকটের সৃষ্টি হয়েছে। 'ভূতাত্ত্বিক বিজ্ঞান, ইলেকট্রনিকস ও কম্পিউটার বিজ্ঞান এবং পরিবেশবিজ্ঞান ভবন' নিয়ে তিন বিভাগের মধ্যে সৃষ্ট সংকটের কারণে গতকাল মঙ্গলবার রাতে ভবনের সামনে বিভাগগুলোর শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা মুখোমুখি অবস্থান করায় তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীও অবস্থান করছিল। রাত পৌনে ১টায় প্রতিবেদনটি লেখা পর্যন্ত তিন পক্ষ মুখোমুখি অবস্থান করে পরস্পরবিরোধী স্লোগান দিচ্ছিল।

খবর নিয়ে জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিএসই ও ভূতাত্ত্বিক বিজ্ঞান বিভাগের কয়েকজন শিক্ষকের রাজনীতির কারণেই নতুন করে সংকটের সৃষ্টি হচ্ছে। সর্বশেষ গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিবেশবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অবরুদ্ধ করে রাখে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ও ভূতাত্ত্বিক বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা।

এই পরিস্থিতিতে সিন্ডিকেটের জরুরি সভা ডাকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। সিন্ডিকেট সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 'ভূতাত্ত্বিক বিজ্ঞান, ইলেকট্রনিকস ও কম্পিউটার বিজ্ঞান এবং পরিবেশবিজ্ঞান ভবন'-এ অবস্থানরত তিন বিভাগের সব শিক্ষক-শিক্ষার্থীকে এক ঘণ্টার মধ্যে সরে যেতে বলা হয়। এক ঘণ্টার মধ্যে ভবন খালি করে সব কক্ষে তালা লাগিয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত না দেওয়া পর্যন্ত সিলগালা করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এ ছাড়া বর্তমান সংকট পর্যবেক্ষণ ও সমাধানে চার সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার মো. আবুল খায়েরকে প্রধান করে গঠিত এই কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন প্রক্টর তপন কুমার সাহা, সিন্ডিকেট সদস্য অধ্যাপক লুৎফর রহমান, সিন্ডিকেট সদস্য এবং কলা ও মানবিকী অনুষদের ডিন অধ্যাপক কামরুল আহসান টিটু। এদিকে সিন্ডিকেট সভার সিদ্ধান্ত বিভাগ তিনটির হাতে পৌঁছলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। প্রক্টরিয়াল বডির সদস্যরা গিয়ে ভবনের তৃতীয় তলা থেকে বিভাগ তিনটির শিক্ষার্থীদের ও শিক্ষকদের নামিয়ে নিয়ে আসেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. ফারজানা ইসলাম কালের কণ্ঠকে বলেন, 'যারা বারবার সংকটের সৃষ্টি করে ক্যাম্পাসে নৈরাজ্যের সৃষ্টি করছে আমরা তাদের লিস্ট প্রস্তুত করছি।'